OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 54 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 54 - 59
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ‘শহরে বৃষ্টি হয়’ : পরাবাস্তবতা কিংবা আখ্যানের বাস্তবতা

অনন্যা আচার্য
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
বাংলা বিভাগ, কালনা কলেজ
Email ID : ananya9062@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Post Colonial Bengali Art and Literature, Surrealist Movement, Sadhan Chattopadhyay, Feudalism, Capitalism.

Abstract
Post-colonial Bengali art and literature have been influenced by various western movements in many ways. An important movement within that is Surrealist movement. Surrealism attempts to bridge the apparent disparity between the worlds of reality and fantasy. The aim of this research is to find out how Surrealist thought and consciousness are reflected in an important short story of Sadhan Chattopadhyay named ‘Sahore Brishti Hoi’, as well as how the tension of time and the degradation of values have affected the people of the second half of the 20th century upto 21st century. At the same time, the fall of feudalism and the emergence of capitalism have affected Bengali life as well as Bengali art and literature. Bengali life has changed enormously with the advent of capitalism. And how the changes of era has been discussed in the form of Sadhan Chattopadhyay's story is also the intention of this writing. Surrealism is not only a revolution in art or literature but also the name of wanting to see the world and life through a slightly different art form in keeping with the contemporary political, social and economic context. Finally, the purpose of this writing is to find out how much surrealistic movement influence bengali fiction especially in short stories.

Discussion

ধনতান্ত্রিক সভ্যতা - সংস্কৃতির বিকাশ শিল্প তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতার বোধকে একটু ভিন্নপথে চালিত করেছে। এই বাস্তবতাবোধের সাথে অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিল অপ্রাপ্তি। অতএব প্রয়োজন সংস্কার, সামাজিক সংস্কার। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একপ্রকার অসহিষ্ণুতা থেকেই সামাজিক মানুষ বাস্তবের পুনর্গঠন করতে চেয়েছে। সূক্ষ্ম ভাবে বলা যায়, রিয়ালিজমের প্রতি একপ্রকার অনাস্থা থেকেই স্যুররিয়ালিজমের বিস্তার। মূলতঃ সামাজিক অবস্থানই স্যুররিয়ালিজম-এর উৎপত্তির অন্যতম কারণ। তাই সামাজিক জটিলতা, পরিচিত বাস্তবতার প্রতি তীব্র অনিহা থেকেই এই মতবাদের জন্ম। স্বপ্নের যাপন মানুষকে প্রচলিত জীবনের গ্লানি থেকে অনেকখানি মুক্ত করে। স্বপ্নের এই যাত্রাপথ স্যুররিয়ালিজম বা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 54 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরাবাস্তবতার ভিত্তি। বাংলা কথাসাহিত্যে এই পথের খোঁজ নানা সংরূপের মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে আমাদের আলোচনার বিষয় কথাসাহিত্য।

> "যে-কালে আমরা এই মধ্যযুগীয় সংস্কারগুলিকে অবাস্তব বলে জেনেছি- সেই আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞান- চর্চা আমাদের নিঃসংশয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে স্বপ্ন, কল্পনা, দিবাস্বপ্ন সবকিছুই মানসিকভাবে বাস্তব। কাজেই সাহিত্যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা কেবল দেখতে পারি- কিভাবে এই বাস্তবতার বিভিন্ন আকার প্রতিবিম্বিত হয় কথাসাহিত্যে।"[১]

নির্মাণের বাস্তবতা দ্বারা বিশ শতকের বিভিন্ন সাহিত্য ও সাহিত্যকেন্দ্রিক আন্দোলন পূর্বতন প্রচলিত কিছু ধারণার বিনির্মাণ ঘটাতে চেষ্টা করেছিল। স্যুররিয়ালিজম এমনই এক সুদূর প্রসারী শিল্পকেন্দ্রিক আন্দোলন। স্বপ্ন-কল্পনা ও বাস্তবতা, বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুই ধারণা-দ্বয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন-এর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছিল স্যুররিয়ালিজম। স্যুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ স্বপ্ন-কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যেকার বৈপরীত্যকে অপসৃত করে একটা সম্পর্কসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। বাহ্য বাস্তবতা ও স্বপ্ন-কল্পনার জগতের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েই পরাবাস্তববাদের সীমানা শেষ হয়ে যায়নি বরং যথার্থ মেলবন্ধনের দ্বারা কল্পনার জগতকেও অতিমাত্রায় বাস্তব করে তুলেছে এবং একই সাথে বাস্তব জীবনকেও আপাত যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। সময়ের জিজ্ঞাসা একই সাথে মানুষের অন্তর্বাস্তব জগতের চিন্তা ও চেতনার প্রতিফলন পরাবাস্তববাদের বাস্তবতা। সাধন চট্টোপাধ্যায় - এর ছোটোগল্প 'শহরে বৃষ্টি হয়' বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার আশ্চর্য এক নিদর্শন। স্বপ্নময় অধিবাস্তব জগতের চিন্তা ও প্রসারের দ্বারা একটি বৃহৎ সামাজিক প্রেক্ষাপট এই গল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই গল্পের আখ্যানভাগে রয়েছে সময়ের ভাঙন। পরাবাস্তববাদী চিন্তার দ্বারা এই সময়ের আলেখ্যকে একটি নির্দিষ্ট সংরূপের মাধ্যমে প্রতীকায়িত করা হয়েছে।

শিল্প জিজ্ঞাসার অন্যতম মৌল লক্ষণ মানুষের আভ্যন্তরীণ ক্ষয়, ক্লেদ ও তার মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন। সমাজ বাস্তবতার প্রবল প্রবাহমানতায় একজন মানুষের অভ্যন্তরীণ ক্ষয় ও মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন কতখানি ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে তার যথার্থ উদাহরণ অবশ্যই ড. এম. চাকী। সাধন চট্টোপাধ্যায় - এর 'শহরে বৃষ্টি হয়' গল্পটির মূল কাহিনি এম. চাকী - কে ঘিরেই আবর্তিত। সমাজ পরিবর্তনের জটিলবৃত্তে ঘূর্ণায়মাণ ব্যক্তির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় দিকভ্রান্ত এম. চাকী প্রত্নতাত্তিক নির্জনে পড়ে থাকবার পক্ষপাতী, ঠিক যেমনভাবে তার ঘর, বারান্দা, দেয়াল এমনকি দরজার কোণায় বহু পুরনো কাঠের ফলক অর্থাৎ অতীতের চিহ্ন, যা সামন্ততন্ত্রের পরিচয়বাহী। সর্বোপরি তার জীবনযাত্রার প্রবহমানতায় জড়িয়ে আছে প্রত্নতাত্ত্বিক ছন্দ। প্রত্নতাত্ত্বিক নির্জনতা তাঁকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। মন্মথ চাকী, পৌর প্রতিষ্ঠানের মিউটেশন ডিপার্টমেন্টের সামান্য একজন কেরানি এতো শুধুমাত্র তার সামাজিক একটি আইডেনটিটি (Identity) কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করে তাঁর মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে ইতিহাসসন্ধানী একজন মানুষ অথবা ইতিহাস বা শহর পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত একজন সামাজিক মানুষের প্রতি মুহূর্তের পদক্ষেপ।

অতীত সম্পর্কিত মন্মথ চাকীর জ্ঞান যা অনেকক্ষেত্রেই নির্ভুল ও তথ্যনির্ভর নয়। অনেকাংশেই তা কল্পনা মনগড়া এবং অনৈতিহাসিক। মিউটেশন ডিপার্টমেন্টের কর্মী হবার সুবাদে তাঁর জানা আছে ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের পর থেকে ময়দানবের ক্রিয়াকাণ্ড কীভাবে বেড়েছে। পুঁজিবাদের আস্ফালনের প্রভাবে জমি টুকরো টুকরো করে প্ল্যানিং, মিউটেশন প্রভৃতি কার্যকলাপ। তাছাড়া স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের লক্ষীলাভের ইতিহাসও এম. চাকীর অজানা নয়। গঞ্জ থেকে শহর, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ, চেনা পরিবেশ থেকে ক্রমশ অচেনা ইতিহাসের যাত্রাপথকে সুদৃঢ় করেছে। ক্রমপরিবর্তিত এই শহরের বর্তমান ইতিকথায় তিনি ক্লান্ত। তাঁর হাঁটার ছন্দে প্রতি-মুহূর্তের যাবতীয় দরকারের ছাপ না থাকলেও কল্পনার জগৎ অর্থাৎ চিন্তা ও চেতনার মধ্যে শহর পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও যাবতীয় দরকারের ছাপ সুস্পষ্ট।

> "... আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে প্রথম এম. চাকী এসেছিলেন এই পথ ধরে। অবাক হয়েছিলেন কয়েকটি সুন্দরী গাছ, বনবিবির থান এবং পোড়ামাটির কিছু ঘোড়া দেখে। বিলের

> ধারের দরিদ্র মল্লিক-মুসলমানদের কেউ কেউ সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে যায় এবং সেই প্রবল কৌতূহলী ছমছমে দৃশ্যটি দেখে এম. চাকীর মস্তিষ্কে প্রথম ফুটেছিল যে আইডিয়াটি- অতীতে এ জনপদটি সুন্দরবনের অংশ ছিল। ক্রমে নেশার মতো জড়িয়ে ধরে।”[২]

কোনো ভাবনা বা দর্শনের নির্দিষ্ট ভিত্তিরূপ প্রতিষ্ঠা করতে একটি মাপকাঠির প্রয়োজন, সময়কে মাপকাঠি হিসাবে ধরে সমকালীন সময়ের জটিলতা অথবা সংকটকে ভিত্তি করে ‘শহরে বৃষ্টি হয়’ গল্পের জটিল আবর্ত উন্মোচন সম্ভব। সময়কেন্দ্রিক সূক্ষ্ম পরিবর্তন জীবনের জটিলতাকে ক্রমশ উর্ধ্বমুখী করে তুলেছে। উপনিবেশোত্তর জটিল পরিস্থিতি ও বিশ্ব পুঁজিবাদের বাড়বাড়ন্ত নাগরিক জীবনে নানা পরিবর্তন ডেকে আনে। ফলস্বরূপ সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া ক্রমশ তার অবস্থান হারিয়ে ফেলে। পুঁজিবাদের প্রবল প্রতাপ সামন্ততন্ত্রের পতনকে সুনিশ্চিত করেছে। এহেন সমাজ পরিবর্তনের হাওয়া সামাজিক মানুষকে নানাভাবে আন্দোলিত করেছে। মন্মথ চাকী এই দিক পরিবর্তনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। একটি শহরের অতীতকে তিনি খুঁজে চলেছেন। এই অন্বেষণে রয়েছে একপ্রকার আবেগ ও আন্তরিকতা।

> “এই শহরটির আদি শিকড়কে খুঁজতে গিয়ে দেখেছেন, শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যের আমলে এটি ছিল সমৃদ্ধ নদীবন্দর। আর ঐ নদীটি ছিল গঙ্গার সঙ্গে দক্ষিণের নোনাজলের যোগসূত্র। আজও স্পষ্ট, হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পান, এইসব উটকো কলোনি ও আধুনিক দালানকোঠা ভ্যানিস হয়ে সন্ধ্যার স্রোতে নদীবেয়ে মালবোঝাই নৌকা চলেছে। কল্পনা তাঁকে টেনে নিয়ে যায়।”[৩]

প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সলিড শব্দে প্রতিধাপে স্টেপ ফেলে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে, এজমালি উঠোন পেরিয়ে, টিপেটিপে সদর দরজাটা খুলে বড় রাস্তায় উঠে মন্মথ চাকী কিছু খুঁজতে চায়। রোজ রোজ শহরটার মধ্যে চাকী মহাশয় নতুন কিছু খুঁজে পেতে চান। তিনি দেখতে চান তাঁর স্বপ্নে দেখা এই শহরের ইতিহাসকে, শহরটির আদি শিকড়কে। পুঁজিবাদের বাড়বাড়ন্ত, উটকো কলোনি, তাস, ধর্ম, রাজনীতি, সস্তা খোঁজার নেশায় মন্মথ বাবুর একেবারে আগ্রহ নেই। চারপাশের জনপদ অতিক্রম করে তিনি শুধু হেঁটে চলেন, পরিচিত শাখাপথের হাত ধরে তিনি অতীতচারণার নিমগ্ন হয়ে ওঠেন। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বাস্তবতাবোধের বিবর্তন মন্মথ চাকীর আয়ত্তাধীন নয়। তাঁর এই অপ্রাপ্তি স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে চেতনার অন্ধি-সন্ধি বেয়ে অদ্ভুত একটা মুড তৈরি করে। এই মুড ক্রমশ তাঁকে অতীত সময়ের কুঠুরিতে পৌঁছে দেয়। প্রথাগত মূল্যবোধ ও বাস্তব অবস্থানের বিরুদ্ধাচারণ মন্মথ চাকীর প্রথাগত স্থবিরতা থেকে মুক্তির আকুতিকেই স্পষ্ট করে।

সময় ও সমাজ পরিবর্তনের নিরিখে অবচেতন-অচেতন-অধিচেতন মনের বিভিন্ন স্তরগুলি উত্তরোত্তর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ অবশ্যই জিজ্ঞাসা। যেহেতু জীবনের সমগ্রতায় আমরা বিশ্বাসী তাই জীবনকে সামগ্রিক ভাবে জানার ও উপলব্ধি করার এবং প্রকাশ করার স্বাধীনতা সকলের আছে। সমাজ বাস্তবতার চাপে ক্রমবর্ধমান জটিল জীবনযাত্রা, জীবন থেকে ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে ক্রমশই মুছে দিয়ে আধুনিক যন্ত্র সচেতন হতে শেখাচ্ছে। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কলোনি ও আধুনিক দালানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি শহরের প্রকৃতিকে অনেক বেশি করে অদৃশ্য করে দিতে চাইছে। একইসাথে পঞ্চাননের মতো কিছু মানুষ, যারা পয়সা আমাদানির লোভে ভেতর ভেতর দৌড়াবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

> “এ শহরের হাজার হাজার মানুষ নিশ্চিন্তে খাচ্ছে-দাচ্ছে তারিয়ে ভোগ করছে, ভোগের দাপটে বেশ শাঁসালো এবং তাদের দিন রাতে কোনও হেরফের হচ্ছে না এ শহরের ইতিহাস-ফিতিহাস না জানা থাকলে। তারা দৌড়চ্ছে। স্পেকুলেশন করছে। মিলিট্যান্ট হয়ে উঠছে ভাবনা-চিন্তায়, ধর্মে। মরেও যাচ্ছে পট্‌পট্‌। কী এসে যায় স্থান-কাল-পাত্রের শিকড় না জানা থাকলে?”[৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমি এক জটিল অবস্থাকে ক্রমশ দীর্ঘ করেছে। হারিয়ে যাওয়া সেই শহরের খোঁজই মন্মথ চাকী-কে করে তুলেছে কল্পনাবিলাসী। মন্মথ চাকী থেকে ড.এম. চাকী হয়ে ওঠার কারণে পড়ে পাওয়া সম্মান, শ্লাঘা ও গৌরব, পরিবার ও প্রতিবেশীদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপ, কৌতূহলের কারণেই সেইদিন থেকেই মন্মথ চাকী রাস্তাঘাটের শিকড় খোঁজবার নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেন। সেই খোঁজই মন্মথকে দিয়েছিল অনেক কল্পনার রাজত্ব। “ঘোর মধ্যাহ্নে এম. চাকী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 54 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দোতলার দক্ষিণের জানালাটি খুলে ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁর অবসর জীবনের প্রতিদিনের অভ্যেস। সারা বাড়িটার ফাঁকফোকর এবং কার্নিশের আশ্রয়ে পায়রাদের বকবকম। সেই অর্ধগম্ভীর শব্দগুলো চাকীর দেহে অন্নের রসে মিশে গেলেই তিনি ধীরে ধীরে ঝাঁঝি, শ্যাওলা এবং শালুকের ডাঁটা বেয়ে পাঁক-প্রাচীন জলের পুরীতে অদ্ভূত আরামে ডুবে যেতে থাকেন।"[৫] ঘুমের মধ্যেই স্বপ্নের স্রোত এম. চাকী'র বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া সত্যের বৃষ্টি তার মুডটিকে করে তুলেছিল টইটম্বুর। জীবনে বাস্তবের তীরে দাঁড়িয়ে ঘুমের সমুদ্র থেকে স্বপ্নকে টেনে তুলতে পারেননি। ঘুমের স্বপ্ন ঘুমেই মিলিয়ে গেলেও পরাবাস্তবতার শর্ত মেনেই যেন বর্হিবাস্তব ও স্বপ্ন কল্পনার জগতের মধ্যে মেলবন্ধন অঙ্কিত হয়ে যায়।

পরাবাস্তবতার মূল বৈশিষ্ট্য সমাজকেন্দ্রিক বাস্তবতা ও ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদে যৌথ ভাবনার মেলবন্ধন। তাই স্যুররিয়ালিস্টরা কল্পনার স্বেচ্ছাচার ও অসংযমী ভাবনার পরিবর্তে নির্দিষ্ট ভাবপ্রকাশের পক্ষপাতী, সেক্ষেত্রে ভাবনার প্রকাশ যথাযথ। এম. চাকী পৌরসভার মিউটেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করা কালীন ইতিহাস খোঁজার জন্য যে প্রমাণের চিহ্ন পেয়েছিলেন, বর্তমান কল্পনা-স্বপ্নের জগতের মধ্য দিয়ে সেই শহরের শিকড়কে ধরে রাখতেই যেন তিনি সদা তৎপর, কিন্তু কালের প্রবাহমানতায় সেই শিকড় অনেকখানি আড়ালে পড়ে গেছে। বর্হিবাস্তব জীবনে পরিবর্তিত সময়ের সংকট এম. চাকী-কে সেই আড়াল অতিক্রম করে শিকড়ে পৌঁছাতে না দেওয়ায়, স্বপ্নের জগতেই সেই শহরকেই তিনি খুঁজে চলেছেন। ৭১-এর স্বাধীন বাংলাদেশের পর দেশীয় সংকট অনেকখানি তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা বাধ্য করেছিল শহরকে জনস্রোতের বিশাল চাপ সহ্য করতে। তাই এম. চাকী যেখানে পুরোনো দিনের সন্ধ্যায় স্রোতে নদী বেয়ে মাল বোঝাই নৌকা বয়ে চলতে দেখেন সেই জগৎতো আজ কল্পনার জগৎ, নৌকা বয়ে চলার পরিবর্তে সেখানে গড়ে উঠেছে উটকো কলোনি ও আধুনিক দালান। এম. চাকীর অতীত অভিজ্ঞতা বা কল্পনাও বলা যেতে পারে যে অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করেছিল তা তো আজ ইতিহাস। শহরের ময়দানব ক্রিয়াকাণ্ড তো হাজার হাজার মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে না। সবাই নিজের মতো করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত। কিন্তু এম. চাকী প্রতিদিন হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে তাঁর সেই শহরকে, যে শহরকে তিনি অনেকখানি জানেন -

> "গঙ্গার তীরের ঘাটগুলোর নির্মাণের ইতিহাস, বহুদূরের অতীতে কোন কোন উপজাতির বাস ছিল কিন্তু লুপ্ত করে দেয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ বা সুভাষচন্দ্র কতবার, কোন কোন উপলক্ষ্যে এ-শহরে পদধূলি দিয়েছিলেন-সব কিছু।"[৬]

পুরাতনের প্রতি গভীর আকর্ষণই এবং বর্তমানে সেই অবস্থানের অপ্রাপ্তি এম. চাকী-কে বাস্তব ও কল্পনা জগতের মাঝামাঝি এক অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষের গভীর অন্তরে কিছু কিছু টান থাকে, তেমনি এম. চাকীর অন্তরেও যে শিকড়ের টান রয়েছে সেই শিকড়ের খোঁজ করতে গিয়েই বারবার তাকে আঘাতের সুর সহ্য করতে হয়েছে। বয়ে চলা আধুনিক জীবনযাত্রার সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে মন্মথ চাকী যেন নিজের অস্তিত্বখানিই সংকটের আওতায় ফেলে দিয়েছেন। কোথাও তিনি নিজের জায়গা খুঁজে পেতে পারছেন না। নাম পরিয়ে কত মানুষের সংখ্যা গুনে গুনে চাকী মহাশয় ক্লান্ত হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেন। বিজ্ঞাপন বা হোর্ডিং-এর ঝকঝকে পালিশে মোড়া এই শহর ফ্রড, জালি, দু'নম্বরি দের কঠিন ছাউনিতে আজ পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ রচনার গৌরব তো সেই মানুষগুলোর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার, এই তুচ্ছতার পরিবর্তনই এম. চাকীকে ভাবায়। শহর বদলের সাথে অবশ্যম্ভাবীভাবে বদল হয়েছে মানুষের যাপন ও চিন্তার পরিসর।

> "... অটো কিংবা রিকশার জন্য গড়ানো রাতে ঘরমুখো মানুষগুলো যখন লাইন দিয়ে তিতিবিরক্ত, কী মার্জিত ভাষার সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক চার অক্ষরের বোকা উচ্চারণে বুকের বাষ্প ত্যাগ করে, উকিলের মুখ গুহ্যদ্বারের প্রতিশব্দে মুখর, অফিসের মাঝারি বস্ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর পায়মর্দনের আহ্বান জানায়, এইসব গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরা রাষ্ট্রতন্ত্রের বে-নিয়মে এমনই তেতে ওঠেন, মনে হয় হাতের মাখন প্যাকেটটি বুঝি এক্ষুণি উত্তাপে গলে গেল।"[৭]

সমাজ বাস্তবতার আমুল পরিবর্তনের সাথে সাথেই অর্থনৈতিক – রাজনৈতিক - সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিগত পরিবর্তনের নিরিখে এম. চাকী-র ঐতিহ্যসন্ধানী দৃষ্টিকোণ ও তার প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বপ্ন ও কল্পনার সাথেই বাহ্য বাস্তবের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 54 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অপরূপ মেলবন্ধনে 'শহরে বৃষ্টি হয়' গল্পটি বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার চিন্তাধারাকেই প্রকাশিত করে তোলে। ডুবে যাওয়া লোডশেডিং-এর বিকালে এম. চাকী-র পুরনো স্মৃতিময় সেলুনের মুখোমুখি হওয়া রূপকের মাধ্যমে যেন এম. চাকী-র অবচেতনে চলতে থাকা এলোমেলো চিন্তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। পঞ্চাননের হাতের কাঁচি, ক্ষুর, পেতলের চিরুনির প্রতি এম. চাকী-র নজর অবচেতন মনে সক্রিয় চিন্তা-ভাবনাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে, অর্থাৎ কাঁচি, ছুরি তো এখানে রূপক। আধুনিকীকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে যেভাবে তলানিতে এনে ফেলেছে সেই অবনতিকে রোধ করতেই যেন ছুরি, কাঁচি আজ অনেক বেশি করে প্রয়োজন। সেলুনের প্রসঙ্গের মাধ্যমে তাই পরাবাস্তবতার চিন্তা প্রকটিত করা হয়েছে। মাঝরাতে অফিসারের গাড়িতে বসে এম, চাকীর কল্পনার অংশটিতেও পরাবাস্তবতার যথার্থ বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায় –

> "এম. চাকী যেন চাপা পলি ভেদ করে আধুনিক অপরিচিত ভূত্বকে দাঁড়িয়ে, মধ্য রাতের যাত্রায় দেখতে পেলেন আকাশে বৃষ্টি। শহরটি উল্টে মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে মেঘ হয়ে ঝুলছে। কেবল নিয়ন আলোর রঙে জলদরেখা উজ্জ্বল। টনসিলফোলা মানুষদের হাত থেকে ক্রমাগত স্খলিত হয়ে সোজা, নাচতে-নাচতে বাঁকানো বিভঙ্গে ঝরে পড়ছে ব্রিফকেস, টিভি, ক্যাডবারি, নেলপলিশ, সবান, পাফযুক্ত ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, বিদেশী কসমেটিক্স, ভিসিপি এবং ক্ষুর-ছুরি-কাঁচি ও চিরুনির বর্ষণ! রিমঝিম! রিমঝিম!..."[৮]

অস্তিত্বকেন্দ্রিক জীবনাভিজ্ঞতা এম. চাকী-র মনে যে অভাববোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিল সেই অভাববোধই পরাবাস্তবতার জগতে পূর্ণ হবার রূপান্তর পদ্ধতি এই গল্পের আলেখ্য। একইসাথে পূর্ণ ও অপূর্ণের দ্বন্দ্বে জর্জরিত একজন ব্যক্তি ও একটি শহরের ইতিকথায় মনোলোক ও সমাজ পরিবর্তনের জটিল বৃত্তে ঘূর্ণায়মান জীবন পদ্ধতি 'শহরে বৃষ্টি হয়' গল্পটির বিশ্লেষণকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। বাহাত্তর বছর শহরে থেকে, তিনি শহরের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেন নি বা চাননি, প্রথম মুহূর্তে দেখা শহরকে তিনি বারবার ফিরে পেতে চেয়েছেন, সচেতন মনে ক্রমশ বেড়ে ওঠা এই ইচ্ছাই অধিবাস্তব জগতে সেই শহরটিকে এম. চাকী বারবার পেয়েছেন এবং একই সাথে বাস্তব জগতে অবিরত খুঁজে চলেছেন আকাঙ্ক্ষিত সেই শহরকে ক্রমাগত হারিয়ে যেতে দেখে। পাল্টে যেতে দেখেই ড. এম চাকী'র কল্পনায় ছুরি, কাঁচি, পেতলের চিরুনি নামক প্রভৃতি নানা বোধের জন্ম হয়েছে। তাঁর মধ্যে বহির্বাস্তব জগতের তুলনায় অন্তর্বাস্তব জগতের উন্মাদনা বা প্রয়োজন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরাবাস্তব জগতের বর্ণনাকে আরও নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় রূপক, প্রতীকের ব্যবহার গল্পটির বাস্তবতাকে আরও বেশি মাত্রায় তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। গল্পে সেলুনের উল্লেখ, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যবাহী।

স্যুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ শিল্প তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রেভিলিউশন নয় বরং জগত ও জীবনকে সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে সর্বোপরি বাস্তবের সাথে মিলিয়ে একটু অন্যভাবে দেখার একটি মাধ্যমের নামও স্যুররিয়ালিজম।

> "প্রথম মহাযুদ্ধ ও তারপরের অর্থনৈতিক মন্দায় সমস্ত সভ্যতা যেন ধ্বস্ত হয়ে গেল, পরিচিত অস্তিত্বের উপর যেন সকলের আস্থা টলে গেল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকটে জীবন যতই নিরর্থক হয়ে গেল, ততই চেনা-বাস্তব বিষয়ে তরুণ সংবেদনশীল মন ক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, তাঁরা বাস্তবের অতি-ব্যবহৃত বহিরঙ্গকে চূর্ণ করে নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে চাইলেন বাস্তবের পুনর্গঠন করতে এবং সংগতিবোধের এক নতুন সূত্র সন্ধান করতে। ...সেই সন্ধানেরই পরিণাম সুররিয়ালিজম।"[৯]

Reference:

১. সেন, নবেন্দু (সম্পাদিত), পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১৭১

২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ৯৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 54 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. ঐ, পৃ. ৯১
৪. ঐ, পৃ. ৯৩
৫. ঐ, পৃ. ৯১
৬. ঐ, পৃ. ৯৩
৭. ঐ, পৃ. ৯৬
৮. ঐ, পৃ. ৯৭
৯. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত), বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপনি, জুন ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ৪৭৪